মেঘবালিকার মানে

জিজ্ঞেস কেন করো মেঘবালিকার মানে? আমি কি করে বলি? আমি নিজেও কি জানি এর ঠিক কি মানে!

মেঘবালিকা। শব্দটার মাঝে কেমন জানি একটা ছন্দ আছে, একটা আকাশ ঢাকা মেঘের হাতছানি আছে... সবকিছু বুঝিয়ে দেবে বৃষ্টি হয়ে সে রকম একটা আশা আছে। আমি কি নিজেও ঠিক বুঝি!

তুমি ঠিক মেঘের মতই বালিকা। নোঙরা এই ভীষণ প্রিয় দমবন্ধ করা শহরে সববকিছু ছেড়ে কেন জানি তোমার কোলে মাথা দিতে ইচ্ছে করে। যেন তুমি আকাশ মাঝে শীতল এক নির্ভর মেঘের টুকরো... শুধু ভেসে বেড়াও।

মেঘেরা মানুষ নয়।তাই তারা পাপ করে না। আমার এই হাত তোমাকে কখনো ছুঁবে কি? মানুষ কি কখনো মেঘকে ছুঁতে পারে বালিকা?

থাক এইসব। তোমাকে এই প্রশ্নকরা বৃথা। মেঘকে প্রশ্ন করা যায় না হয়তো। কিন্তু আমি কি জানি! কেন তোমাকে ছুঁতে ইচ্ছে করে!

সেই কোন বিকেল বেলা বর্ষার সময় দূর পাহাড়ের ছাদে গিয়েছিলাম। আমার চারপাশে মেঘেরা ভীড় করে দাঁড়ালো । কিন্তু সে এক কুয়াশা... দূরে মেঘ... কাছে এলেই কুয়াশা। কুয়াশা কি ছোঁয়া যায়? তুমি নিজেই প্রশ্ন করো। আমি কি করে বলি! কুয়াশা কেন ছোঁয়া যায় না! আমি কি কুয়াশা নাকি!

তুমিতো মেঘ... তাইতো তোমাকে মেঘবালিকা বলি... কাছে আসলেই কুয়াশা। কুয়াশা তো ছোঁয়া যায় না বালিকা। শুধু অনুভব করা যায়।

তাইতো বলি মেয়ে... অনুভবই যদি করো সে তো কোন দূরত্বের ব্যাপার নয়। আকাশ , পাহাড় এই শহর আর তোমাদের সেই রাজ্য ...সবই একই মনের মুঠোয়। তাই জিজ্ঞেস করো না মেঘবালিকার মানে। এর মানে তো আমার জানা নেই...কোন কালে ছিলও না । অনুভূতিটাই আসুক মনে। আমার মনে মন পাতো...তোমার রাজ্যে ঝড় উঠুক...আমার শহরে বৃষ্টি ।

~~নীল~~
অগাস্ট ১৬,২০০৬